HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০১ সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন
টপিক ০২: স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব
টপিক ০৩: সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা
টপিক ০৪: বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব
টপিক ০৫: পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা
টপিক ০৬: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব
টপিক ০৭: বার্লিন প্রাচীরের অবসান
টপিক ০৮: জার্মানির একত্রীকরণ
টপিক ০৯: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১০: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

সোভিয়েত ইউনিয়ন
গ্লাসনস্ত
পেরেস্ত্রোইকা
ইউরোসেক
গুয়াম
বার্লিন প্রাচীর
জার্মানি একত্রীকরণ
অনুগ্রহ রাষ্ট্র

১৯৯১ সালের ৩১ ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘটে। সেই সাথে পুরো পৃথিবীর রাজনৈতিক ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে, তখন যে শুধু একটি রাষ্ট্রজোটের অবসান হয়েছিল তা নয়; দীর্ঘ প্রায় সাত দশক ধরে দৌর্দণ্ড প্রতাপে প্রভাব বিস্তারকারী একটি পরাশক্তির পতন ঘটে। ১৯৮৯-১৯৯১ সাল পর্যন্ত পর পর তিনটি নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় Union of Soviet Socialist Republics (USSR)। এভাবে পনেরোটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। আবার ন্যাটোর রূপকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বে একক পরাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের অব্যবহিত পূর্ব থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের উদীয়মান কয়েকটি রাষ্ট্রকে সন্ত্রাসী রাষ্ট্র আখ্যা দিয়ে নতুন লড়াইয়ের সূচনা করে। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ভয়ঙ্কর সন্ত্রাসী হামলায় পুঁজিবাদী বিশ্বব্যবস্থার প্রতীক 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস হয়। পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে আফগানিস্তান, ইরাক ও লিবিয়াকে নিজের আওতায় নিয়ে নেয়। বিশ্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তথাকথিত এ লড়াই এক যুগেরও বেশি সময় ধরে চললেও তা মোটেই সাফল্যের মুখ দেখেনি; বরং দেশে দেশে সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে। পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়নের মূল অংশ রাশিয়া ক্রমেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

বিশ্ব আবার নতুন আঙ্গিকে স্নায়ুযুদ্ধের যুগে ফিরে যাচ্ছে কিনা সেটাই এখন দেখার বিষয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পটভূমি

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত বিশ্বে পরাশক্তি বলতে বোঝাতো ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, অস্ট্রিয়া এসব রাষ্ট্রকে। রাশিয়া তখনও ততটা শক্তিশালী ছিল না। এ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে আন্তর্জাতিক সংঘাত থেকে সযত্নে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধজনিত বিধ্বস্ত সামরিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব (১৯১৭) সংঘটিত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় পূর্ব ইউরোপীয় ১৫টি রাষ্ট্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হলে উক্ত বিপ্লবের নেতা ভ্লাদিমির লেনিন (Vladimir Lenin) বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এজন্য তিনি ত্রিশক্তি জোটের প্রধান শরিক জার্মানির সাথে 'ব্রেস্ট লিটভস্কি' (Brest-Litovsk) সন্ধির মাধ্যমে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র পোল্যান্ড, বাল্টিক প্রজাতন্ত্রসমূহ, ফিনল্যান্ড এবং ইউক্রেন এর অধিকার জার্মানিকে হস্তান্তর করেন। ককেশাস অঞ্চলের একটা অংশ তুরস্কের নিকট ছেড়ে দেন। কমিউনিজমের লালফৌজের বিরুদ্ধে জার সমর্থকগণ দক্ষিণ রাশিয়ায় এবং সাইবেরিয়ান অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনী (White Army)' গৃহযুদ্ধ শুরু করলে ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যবাহিনী রাশিয়ায় অবতরণ করে শ্বেতাঙ্গ সেনাবাহিনীকে সহায়তা দান করে। ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটলে মিত্রবাহিনী তাদের সমস্ত শক্তি রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে তথা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পটভূমি

১৯১৯ সালের মধ্যে রাশিয়া ষোল শতকের 'মস্কোভি' নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বিশাল অঞ্চল বিদ্রোহী শেতাঙ্গ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। তবে রাশিয়ার কমিউনিস্টবিরোধী শ্বেতাঙ্গ বাহিনী ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ে; ফলে একের পর এক রাশিয়ার অঞ্চলসমূহ কমিউনিস্ট লালফৌজের (Red Army) কাছে পরাজিত হতে থাকে।

১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে মিত্রপক্ষ রুশ-জার্মান ব্রেস্ট-লিটভস্কি সন্ধি বাতিল করেছিল। ফলে রাশিয়া এ অঞ্চলে তার ছেড়ে দেওয়া দেশগুলো যেন মিত্রপক্ষের পতাকাতলে সমবেত না হয় সে জন্য চেষ্টা চালায়। ফলশ্রুতিতে, এ দেশটি বেলারুশ (জানুয়ারি-১৯১৯), ইউক্রেন (মার্চ-১৯১৯), আজারবাইজান (এপ্রিল-১৯২০), আর্মেনিয়া (নভেম্বর- ১৯২০) জর্জিয়া (মার্চ-১৯২১) ইত্যাদি দেশ জোরপূর্বক দখল করে নিয়ে 'সোভিয়েত রিপাবলিক' গঠন করে। কিন্তু বাল্টিক অঞ্চলের লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়ায় সোভিয়েত রিপাবলিক গঠন অত সহজ ছিল না। কেননা, এ অঞ্চলগুলোতে রুশ বিপ্লবের পর স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। তাছাড়া বিপ্লবের সময় ফিনল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ চলায় স্বাধীন ফিনল্যান্ডকে রাশিয়া স্বীকৃতি দিয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে পোল্যান্ডের পুনর্জন্ম হয় এবং এ দেশটি সফলভাবে রাশিয়ার আগ্রাসন মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পটভূমি

১৯১৯ সালের মার্চে লেনিন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল গঠন করে ঘোষণা করেন, 'বিশ্বের যেকোনো স্থানে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে এর মাধ্যমে সহায়তা দেয়া হবে।' লেনিন ভেবেছিলেন যে, এর মাধ্যমে শিল্পসমৃদ্ধ দেশগুলোর সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন বিপ্লবের দিকে ধাবিত করা সহজ হবে এবং দ্রুত কমিউনিস্ট বিপ্লব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু মিত্রপক্ষীয় সরকারগুলোর প্রবল বাধার কারণে লেনিনের স্বপ্নপূরণ বিলম্বিত হয়।

১৯২০ সালে নানা অর্থনৈতিক দুরবস্থা মিত্রপক্ষীয় দেশগুলোর জনসাধারণকে যুদ্ধবিমুখ করে তুললে রাশিয়ার গৃহযুদ্ধে তাদের সহায়তা কমে যায়; এর ফলে গৃহযুদ্ধে ক্ষয়-ক্ষতি বেশি হয়নি। ১৯২২ সালের মধ্যে সাইবেরিয়া থেকে মিত্রপক্ষীয় শেষ সৈন্যটি অপসারিত হলে পূর্ব ইউরোপে রাশিয়া অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিতে পরিণত হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়া বিশ্বের দুই ক্ষমতাধর পরাশক্তির একটিতে পরিণত হয়। ১৯৪৫ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়কালে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে রুশ সৈন্যের উপস্থিতিতে শক্তিশালী 'পিপলস রিপাবলিক' গঠিত হয় যারা মস্কোর সাথে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ রিপাবলিকে অংশগ্রহণকারী রাষ্ট্রসমূহ হলো: যুগোশ্লাভিয়া (নভেম্বর-১৯৪৫), আলবেনিয়া (জানুয়ারি-১৯৪৬), বুলগেরিয়া (ডিসেম্বর-১৯৪৬)। ১৯৪৮ সালের মধ্যে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং চেকোশ্লোভাকিয়াতেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

ভ্লাদিমির লেনিন ও জোসেফ স্ট্যালিনের শক্তিশালী শাসনের পর সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট লিউনিদ ব্রেজনেভ তার নতুন ডকট্রিন নিয়ে হাজির হন। ব্রেজনেভের এ নীতি ছিল: যদি কোনো সমাজতান্ত্রিক দেশে কমিউনিস্ট পার্টি হুমকির মুখে পতিত হয় তবে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি উক্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে। ব্রেজনেভ ডকট্রিন (Brezhnev Doctrine) এর সফল প্রয়োগ ঘটানো হয় ১৯৬৮ সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায়। সেখানে কমিউনিস্ট পার্টি হুমকির মুখোমুখি হলে সোভিয়েত-জার্মান-পোলিশ-বুলগেরিয়ান এবং হাঙ্গেরিয়ান সৈন্য একযোগে চেকোশ্লোভাকিয়ায় অবতরণ করে সংস্কারবাদী আলেকজান্ডার দুবের বিদ্রোহ দমন করে।

ব্রেজনেভ ডকট্রিন চেকোশ্লোভাকিয়ায় সফল হওয়ার পর ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানেও প্রয়োগ করা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ব্রেজনেভ-এর অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ নীতিই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের জন্য দায়ী। ১৯৭৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর সামরিক মহড়ার আড়ালে সোভিয়েত সৈন্য কাবুলে প্রবেশ করে এবং বাবরেক কারমালের (Babrak Karmal) নেতৃত্বে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে আফগানিস্তানে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি ১,২০,০০০-এ উন্নীত হয়। সোভিয়েত আগ্রাসন প্রতিহত করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগান মুজাহিদীনদের বিপুল অস্ত্র ও অর্থ সরবরাহ করে; গোপনে সামরিক প্রশিক্ষণ প্রদান করে। এর ফলে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি সত্ত্বেও কাবুলের কমিউনিস্ট সরকার প্রায় ৮০% প্রত্যন্ত অঞ্চলে তার স্থানীয় প্রশাসন কার্যকর করতে ব্যর্থ হয়। ১৯৮৪ সাল নাগাদ 'মুজাহিদীন' (আফগান মুক্তিযোদ্ধারা) খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পটভূমি

১৯৮৫ সালে মিখাইল গর্বাচেভ সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতায় আসীন হয়ে তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি স্নায়ুযুদ্ধের ভয়াবহতায় ভীত হয়ে এর অবসান কামনা করেন। গর্বাচেভ কর্তৃক ব্রেজনেভ নীতি পরিত্যাগ স্নায়ুযুদ্ধ অবসানের প্রথম ধাপ অতিক্রম করে। তিনি এর অংশ হিসেবে আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য অপসারণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৯৮৮ সালের ১৪ এপ্রিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যৌথ নিশ্চয়তায় পাকিস্তান-আফগানিস্তানের মধ্যে 'জেনেভা চুক্তি' (Geneva Accords) স্বাক্ষরিত হয় যাতে উল্লেখ করা হয় যে, ১৯৮৯ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাবর্তন করবে। গর্বাচেভ এ চুক্তি স্বাক্ষরে সম্মতি দেন এই বলে যে, সৈন্য প্রত্যাহার হতে হবে সম্মানজনক পন্থায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পটভূমি

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহারের ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে সোভিয়েত ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। ১৯৮৯ সালে পোল্যান্ডের নির্বাচনের পর সংঘাত শুরু হলে গর্বাচেভ ঘোষণা করেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আর হস্তক্ষেপ করতে আগ্রহী নয়। ঐ একই বছর অক্টোবরের মধ্যে হাঙ্গেরি এবং চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাজনৈতিক সমস্যা উপস্থিত হলে গর্বাচেভ পোল্যান্ডে গৃহীত নীতিই অনুসরণ করেন। এর ফলে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোতে ক্রমেই সোভিয়েত প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর পূর্ব জার্মানি বার্লিন প্রাচীর খুলে দেয়। পূর্ব জার্মানি ছিল স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র। সেই পূর্ব জার্মানি পশ্চিম জার্মানির সাথে একত্রিত হয়ে NATO জোটে যোগদান করলে স্নায়ুযুদ্ধের পতন পর্বের দ্বিতীয় নাটকটি মঞ্চস্থ হয়ে যায়। পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনকে কেন্দ্র করেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়েছিল। এখন সেখানে সোভিয়েত আধিপত্যের অবসানের পর বাকি থাকল সোভিয়েত রিপাবলিকভুক্ত অন্য রাষ্ট্রগুলো। ১৯৯১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে Warsaw Pact-এর বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। এর ফলে
পাশ্চাত্য শক্তিজোট ইউরোপে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পূর্ব ইউরোপীয় দেশে মোতায়েনকৃত সৈন্যসমূহ পারস্য উপসাগরে আধিপত্য বিস্তারের জন্য মোতায়েন করতে সমর্থ হয়। এ সৈন্যবল দিয়েই ইরাক আক্রমণ সম্ভব হয়। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মাধ্যমে স্নায়ুযুদ্ধের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পটভূমি

মিখাইল গর্বাচেভ তার পূর্বসূরি ব্রেজনেভের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করে 'খোলামেলা নীতি' ঘোষণা করেন। তার এ নীতি 'গ্লাসনস্ত' নামে পরিচিত। তিনি রাশিয়ায় (সোভিয়েত ইউনিয়ন) সংস্কার পরিচালনার জন্য 'পেরেস্ত্রোইকা' নামে অপর এক কর্মসূচি শুরু করেন। 'গ্লাসনস্ত' ও 'পেরেস্ত্রোইকা' নীতির ফলে রাশিয়ায় অভ্যন্তরীণ সমস্যা দেখা দেয়। খোলামেলা নীতি গ্রহণের ফলে রুশ জনগণ কমিউনিজমের ত্রুটিগুলো এবং-এর ফলে সৃষ্ট অর্থনৈতিক দূরবস্থা নিয়ে খোলামেলা আলোচনা ও মত প্রকাশের সুযোগ পায়। এর ফলে কমিউনিস্ট পার্টির কঠোর শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে রুশ ও এর অন্যান্য রিপাবলিকের জনগণ জেগে ওঠে।

এদিকে গর্বাচেভ অর্থনৈতিক সংকটের কারণে তার পেরেস্ত্রোইকা কর্মসূচি গতিশীলভাবে এগিয়ে নিতে ব্যর্থ হন। ফলে যে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় তা সামাল দেয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। ইউনিয়নভুক্ত সোভিয়েত রিপাবলিকগুলো স্বাধীন হতে চেষ্টা করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে পড়ে। এভাবে ১৯৮৯ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৯০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই ১৫টি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা ঘোষণা করে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

পটভূমি

এরপর গর্বাচেভ এবং তার অনুসারীরা একটি শিথিল ফেডারেশনের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের অধীনে এনে সাবেক সোভিয়েতের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোকে ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রয়াস নেন। কিন্তু ১৯৯১ সালে আগস্টের সামরিক ক্যু-এর ফলে সে সম্ভাবনা বিনষ্ট হয়। ১৯৯১ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাত ৭টা ৩৫ মিনিটে ক্রেমলিনের ছাদে উড়তে থাকা সোভিয়েত পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়, উড়ানো হয় রাশিয়ান ব্যানার। এরপর ৩১ ডিসেম্বর এক সরকারি ঘোষণায় সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি ঘোষণা করা হয়। সেই সাথে দীর্ঘ চার দশকের (১৯৫০-১৯৯০) রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা

গ্লাসনস্ত (উদারতাবাদ বা খোলামেলা নীতি) এবং পেরেস্ত্রোইকা (পুনর্গঠন) হলো মিখাইল এস. গর্বাচেভ (Mikhail Sergeyevich Gorbachev) অনুসৃত নতুন রাজনৈতিক কর্মসূচি। ১৯৮৫ সালে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়ে তিনি এ দুটি কর্মসূচি চালু করেন। এ দুটি নীতি সোভিয়েত অর্থনীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিপুল পরিবর্তনের সূচনা করে। গর্বাচেভের এ বৈপ্লবিক কর্মসূচি পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশগুলোর সরকারকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে এবং সেসব দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সাফল্য লাভ করে। এর চূড়ান্ত পরিণতি হিসেবে স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে গিয়ে ১৫টি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। ফলশ্রুতিতে গর্বাচেভ নিজেও পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। (২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯১)।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা

গর্বাচেভ তার পূর্ববর্তী রাষ্ট্রনায়কদের তুলনায় কম বয়সে (৫৪ বছর বয়সে) পার্টির নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। নেতৃত্বে আসার সময় তিনি খেয়াল করেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক দিক দিয়ে যদিও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সার্থকভাবে পাল্লা দিতে সক্ষম হচ্ছে, তবু এর জনগণের জীবনযাত্রার মান, নাগরিক স্বাধীনতা ও অর্থনৈতিক সক্ষমতা খুবই নিম্নস্তরে অবস্থান করছে। একই রকম সমস্যা পূর্ব ইউরোপীয় অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশগুলো মোকাবিলা করছিল। তিনি এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নতুন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যার প্রথমটি 'পেরেস্ত্রোইকা' (পুনর্গঠন)। এ কর্মসূচির আওতায় তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর একেবারে নতুনভাবে ঢেলে সাজান। পূর্বে যেখানে কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আওতায় কঠোরভাবে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করা হতো তা তিনি বাজার ব্যবস্থার ওপর বহুলাংশে ছেড়ে দেন। পাশাপাশি গ্লাসনস্ত'র (খোলামেলা নীতি) আলোকে তিনি গণমাধ্যমের ওপর থেকে রাষ্ট্রের কঠোর

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা

নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে সেগুলোকে স্বাধীনতা দেন। এছাড়া তিনি ধর্মীয় গ্রুপগুলোকে মুক্তভাবে ধর্মচর্চা করার স্বাধীনতা দেন। কমিউনিস্ট শাসনের কঠোরতা শিথিল করে নাগরিকদের বিভিন্ন বিষয়ে মত প্রকাশ ও স্বাধীনভাবে সমালোচনা করার সুযোগ উন্মুক্ত করে দেন। তিনি তার এ দুই সংস্কার কর্মসূচি আরও বিস্তৃত করে ১৯৮৮ সালের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া চালু করেন। এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি কংগ্রেসের মাধ্যমে সরকার গঠন প্রক্রিয়ার পরিবর্তে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে সরকার গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা

তাই বলা যায়, 'পেরেস্ত্রোইকা' হলো কমিউনিস্ট পার্টির প্রবর্তিত ও অনুসৃত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সংস্কার। এর আওতায় রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে আধা ব্যক্তি মালিকানাধীন ব্যবস্থার অনুমতি প্রদান করা হয়, রাষ্ট্রীয়ভাবে পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তুলে দেয়া হয়। 'পেরেস্ত্রোইকা' নীতির উদ্দেশ্য ছিল আংশিক মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা যা জাপান, জার্মানি এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সফল হয়েছিল। গর্বাচেভের এ কর্মসূচির সাফল্যের জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল। কেননা, সুদীর্ঘ সাত দশকের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা একদিনে পরিবর্তন করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কারের এ শ্লথ গতি সোভিয়েত জনগণকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। কারণ তারা এতে অভ্যস্ত ছিল না এবং এর পরিণতি সম্পর্কেও তাদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না। ফলে পেরেস্ত্রোইকা চালু করার পর পরই রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের শিথিলতা-মুক্ত সোভিয়েত জনগণ ধর্মঘটসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচিতে জড়িয়ে পড়ে এবং সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি গণঅসন্তোষ তীব্রভাবে প্রকাশিত হয়।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন

গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা

অপরদিকে, 'গ্লাসনস্ত' বলতে বোঝায় খোলামেলা নীতি। এর আওতায় সামাজিক সংস্কার প্রবর্তন করে নাগরিকদের অধিকতর স্বাধীনতা ও অধিকার প্রদান করে বিগত সাত দশকের কঠোর কমিউনিস্ট নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়। এ কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল বাকস্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক মানুষকে রাজনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে সংযুক্ত করা। এর আওতায় সংবাদ মাধ্যমের ওপর থেকে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়। কিন্তু এর সুযোগ নিয়ে সাংবাদিক, লেখক-বুদ্ধিজীবী সমাজ সরকারি দুর্নীতির ব্যাপক চিত্র জনগণের সামনে তুলে ধরে এবং সরকারি কর্মকর্তাদের কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করতে থাকে। ফলে এতদিন গোপন রাখা সরকারি কর্মকান্ডের বিপুল তথ্য ব্যাপকভাবে জনগণের কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রবল গণপ্রতিবাদের সৃষ্টি হয়। জনগণ আরও সংস্কার এবং অধিকার দাবি করতে থাকে। এরূপ পরিস্থিতিতে গর্বাচেভ সরকার গণপ্রতিবাদ নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হন।

সুতরাং গর্বাচেভ যে সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত কর্মসূচি চালু করেছিলেন, তা লক্ষ্যে পৌছাতে সক্ষম হয়নি। মূলত পেরেস্ত্রোইকা ও গ্লাসনস্ত নীতি পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়নের ব্যর্থতাই সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনকে ত্বরান্বিত করে এবং ১৯৪৫ সাল থেকে চলে আসা দ্বি-মেরু বিশ্ব ব্যবস্থার অবসান ঘটে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০২ স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

টপিক ০২: স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

মিখাইল গর্বাচেভ তার 'গ্লাসনস্ত' কর্মসূচি শুরু করলে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোর বয়স্ক সমাজতন্ত্রকর্মীরা জাতীয়তাবাদী কর্মীতে রূপান্তরিত হন। যে কমিউনিস্ট নেতা যৌবনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয় চেতনাকে বিসর্জন দিয়েছিলেন, গ্লাসনস্ত নীতি ঘোষণার পর তিনিই সোভিয়েত ইউনিয়নকে সর্বাগ্রে আঘাত করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন। নব্বই-এর দশকের শেষের দিকে সোভিয়েতভুক্ত ইউরোপীয় দেশগুলোর প্রায় সবকটিতেই এই চিত্র পরিলক্ষিত হয়। এর ফলে ১৯৮৯-৯০ সময়কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে নিচে লিখিত রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব ঘটে:

আজারবাইজান (২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯), জর্জিয়া (৯ মার্চ, ১৯৯০), লিথুয়ানিয়া (১১ মার্চ, ১৯৯০), এস্তোনিয়া (৩০ মার্চ, ১৯৯০), লাটভিয়া (৪ মে, ১৯৯০), রাশিয়া (১১ জুন, ১৯৯০), উজবেকিস্তান (২০ জুন, ১৯৯০), মোলদাভিয়া (২৩ জুন, ১৯৯০), ইউক্রেন (১৬ জুলাই, ১৯৯০), বেলারুশ (২৭ জুলাই, ১৯৯০), তুর্কমেনিস্তান (২২ আগস্ট, ১৯৯০), তাজিকিস্তান (২৫ আগস্ট, ১৯৯০), আর্মেনিয়া (২৩ আগস্ট, ১৯৯০), কাজাখস্তান (২৫ অক্টোবর, ১৯৯০) এবং কিরগিজিস্তান (১২ ডিসেম্বর, ১৯৯০)। এ ১৫টি রাষ্ট্রকে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের নিরিখে ৫টি গ্রুপে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

#বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ: এস্তোনিয়া, লাটভিয়া, লিথুয়ানিয়া
#পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহ: বেলারুশ, মোলদাভিয়া, ইউক্রেন
#দক্ষিণ ককেশাস অঞ্চল: আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, জর্জিয়া
মধ্য এশিয়ার দেশসমূহ: কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান।
রাশিয়া প্রজাতন্ত্র

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

সোভিয়েত পরবর্তী বিভিন্ন সংস্থা/জোট (Organizations/Alliances after the fall of USSR)

সিআইএস (CIS)

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ১৫টি রাষ্ট্র তাদের অর্থনীতি, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ইত্যাদির জন্য বেশকিছু আন্তর্জাতিক সংগঠনে যোগ দেয়। এর অন্যতম হলো সিআইএস (CIS) বা Commonwealth of Independent States | ১৯৯১ সালের ৮ ডিসেম্বর সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের রিপাবলিক অব বেলারুশ, রুশ ফেডারেশন এবং ইউক্রেন- এই তিনটি দেশের প্রতিনিধিবর্গ বেলারুশের বেলোভেজস্কায়া পুশ্চওয়ায় (Belovezhskaya Pushcha) একত্রিত হয়ে 'Agreement Establishing the Commonwealth of Independent States' শিরোনামে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। অতঃপর একই বছরের ২১ ডিসেম্বর সাবেক সোভিয়েতভুক্ত আরও ৮টি রাষ্ট্র 'আলমা আতা প্রোটোকল' (Alma-Ata Protocol) স্বাক্ষরের মাধ্যমে মোট ১১টি প্রজাতন্ত্র মিলে এ কমনওয়েলথ গঠন করে।

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

এর দু'বছর পর ১৯৯৩ সালে জর্জিয়া এ জোটে যোগ দিলে শুধুমাত্র বাল্টিক রাষ্ট্রসমূহ ছাড়া বাকী ১২টি সাবেক সোভিয়েতভুক্ত রাষ্ট্র সিআইএস-এর অর্ন্তভুক্ত হয়। ২০১০ সালের ডিসেম্বরের সংশোধিত চার্টার অনুযায়ী সিআইএসভুক্ত ৯টি রাষ্ট্র হলো: আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, বেলারুশ, মোলদাভিয়া, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান ও উজবেকিস্তান। এ রাষ্ট্রগুলো CIS-এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য। তুর্কমেনিস্তান হলো সহযোগী সদস্য, ইউক্রেন প্রতিষ্ঠাকালীন অংশগ্রহণকারী সদস্য হলেও আইনগতভাবে এর সদস্যপদ নেই। ২০০৯ সালে জর্জিয়া CIS পরিত্যাগ করে। এ সংস্থাকে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তরাধিকার মনে করা হয়।

ইউরাসেক (EAEC or EurAsEC)

CIS ভুক্ত রাষ্ট্রগুলো তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার স্বার্থে Eurasian Economic Community গঠন করে, যেটা ছিল সাবেক সিআইএস কাস্টমস ইউনিয়নেরই পরবর্তী ধাপ। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো: রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান ও তাজিকিস্তান। ইউক্রেন ও মোলদাভিয়া এ সংস্থার পর্যবেক্ষক সদস্য। ২০০৬ সালের ২৫ জানুয়ারি উজবেকিস্তান এর সদস্যপদ লাভ করে। এ সংস্থার সদস্য হওয়ার জন্য সীমান্তবর্তী রাষ্ট্র হওয়া আবশ্যক। এজন্য 'ইউক্রেন'-এর সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নেয়।

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

বাল্টিক স্টেটস (Baltic States)

লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও' এস্তোনিয়া সাবেক সোভিয়েতভুক্ত কোনো রাষ্ট্রজোটে অংশ নেয়নি। এরা পশ্চিম ইউরোপীয় রাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। এ রাষ্ট্রত্রয় ন্যাটোতে যোগদান করে।

বাল্টিক স্টেটস

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

কাস্টমস ইউনিয়ন (Customs Union)

রাশিয়া, বেলারুশ এবং কাজাখস্তান শুল্ক ইউনিয়ন গঠন করেছে ২০১০ সালের জুলাই মাসে। কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান ও ইউক্রেন এতে যোগদানের আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

কালেক্টিভ সিকিউরিটি ট্রিটি অর্গানাইজেশন (CSTO)

১৯৯২ সালে সাবেক সোভিয়েতভুক্ত ৭টি রাষ্ট্র রাশিয়া, বেলারুশ, কাজাখস্তান, কিরঘিজিস্তান, তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান-এবং আর্মেনিয়া তাদের সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে Collective Security Treaty Organization (CSTO) গঠন করেছে।

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

গুয়াম (GUAM)

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়ার প্রভাব প্রশমন করার জন্য সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ৪টি রাষ্ট্র, জর্জিয়া, ইউক্রেন, আজারবাইজান ও মলদোভা GUAM (Organization for Democracy and Economic Development) নামে একটি সংস্থা গঠন করেছে। এ ৪টি রাষ্ট্র সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে অন্য কোনো আঞ্চলিক জোটে যোগদান করেনি।

২০১৮ সালে অনুষ্ঠিত GUAM এর সম্মেলন

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

ইউনিয়ন অব রাশিয়া এন্ড বেলারুশ
(Union of Russia and Belarus)

রাশিয়া এবং বেলারুশ সংযুক্ত রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৯৬ সালের ২ এপ্রিল Commonwealth of Russia and Belarus গঠন করে। এ দুটি দেশ তাদের অভিন্ন মুদ্রা হিসেবে রুবলকে (Ruble) গ্রহণ করেছে। বেলারুশের প্রেসিডেন্ট আলেকজান্ডার লুকাশেঙ্কো এ সংযুক্তি প্রক্রিয়া উদ্বোধন করেন। ১৯৯৯ সালের ৮ ডিসেম্বর Union of Russia and Belarus গঠনের মাধ্যমে তাদের ঐক্য আরও দৃঢ় হয়েছে।

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

CDC (Community of Democratic Choice)

২০০৫ সালের ডিসেম্বরে ইউক্রেন ও জর্জিয়ার উদ্যোগে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ৬টি রাষ্ট্র (ইউক্রেন, মলদোভা, জর্জিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া) এবং মধ্য ও পূর্ব ইউরোপের আরও ৩টি রাষ্ট্র যেমন- স্লোভেনিয়া, রোমানিয়া এবং রিপাবলিক অব মেসিডোনিয়া নিয়ে CDC বা কমিউনিটি অফ ডেমোক্রেটিক চয়েস গঠিত হয়। এ রাষ্ট্র জোটটি BSF (The Black Sea Forum)-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। এ রাষ্ট্র জোটের উদ্দেশ্য হলো রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত থাকা।

স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের উদ্ভব

SCO (Shanghai Cooperation Organization)

চীন এবং সাবেক সোভিয়েতভুক্ত ৫টি দেশ যেমন-রাশিয়া, কাজাখস্তান, কিরগিজিস্তান, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান মিলে ২০০১ সালে SCO গঠিত হয়। নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহযোগিতা নিয়ে কাজ করা এ সংস্থার কাজ। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এ অঞ্চলে আরও কতিপয় অর্থনৈতিক সামরিক জোট গঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে CEFTA (Central European Free Trade Agreement), BSEC (Black Sea Economic Cooperation) অন্যতম।

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত SCO এর সম্মেলন সামরিক নিরাপত্তামূলক জোটের অন্তর্ভুক্ত হলো Stability Pact for South Eastern Europe (SP for SEE)। এটি যেসব ইউরোপীয় দেশ ন্যাটোর অন্তর্ভুক্ত নয় তাদের নিয়ে গঠিত। এছাড়া রয়েছে OSCE (Organization for Security and Cooperation) এবং WEU (Western European Union).

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত SCO এর সম্মেলন

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০৩ সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা

টপিক ০৩: সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা

This Topic is important for

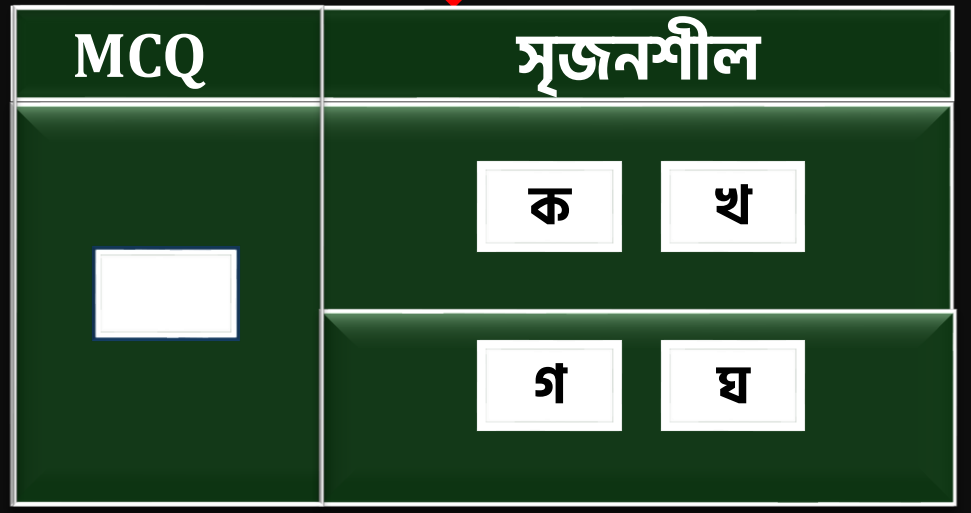

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা

সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে ১৫টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হলেও এ রাষ্ট্রগুলো সাথে সাথে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভকরেনি। ২০১৩ সালের 'Freedom House' প্রণীত প্রতিবেদন অনুযায়ী, স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ১৫টি রাষ্ট্রের মধ্যে ৩টি বাল্টিক রাষ্ট্র- লিথুয়ানিয়া, লাটভিয়া ও এস্তোনিয়া রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ রাশিয়ার প্রভাবমুক্ত। আর্মেনিয়া, জর্জিয়া, মলদোভা, কিরঘিজিস্তান এবং ইউক্রেন ইত্যাদি রাষ্ট্র রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে আংশিক মুক্ত এবং অন্য রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন হলেও রাশিয়ার রাজনৈতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। সম্প্রতি রাশিয়া ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছে এবং ইউক্রেনের ওপর তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী দ্বন্দ্ব-সংঘাত (Conflict after the fall of USSR)

রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, জাতিসত্তা, সামরিক ও সামাজিক কারণে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অভ্যন্তরীণ ও পারস্পরিক দ্বন্দ্ব শুরু হয়। যেসব স্থানে সামরিক ও জাতিগত সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলি নিম্নরূপ:

আবখাজিয়া (Abkhazia): এটি জর্জিয়া নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ছিল। এরা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন শুরু করলে ১৯৯২ সালে জর্জিয়া বিদ্রোহ দমন করার জন্য আবখাজিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করে। ১৯৯৩ সালে জর্জীয় ভাষাভাষী লোকজন এবং জর্জীয় সৈন্যদের আবখাজিয়া থেকে বিতাড়ন করা হয় এবং ১৯৯৯ সালে 'আবখাজিয়া' স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ২০০৪ সালে জর্জিয়ার সৈন্যবাহিনীর সাথে রুশ ও আবখাজিয়া সৈন্যের যুদ্ধ বাঁধলে রাশিয়া আবখাজিয়াকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা

আফজারা (Afzara): 'আফজারা' অঞ্চলটি আসলান আবাসিভজে কর্তৃক স্বাধীনভাবে শাসিত হচ্ছিল। আসলান ছিলেন রাশিয়া সমর্থিত স্বৈরাচারী শাসক। তার মৃত্যুর পর অঞ্চলটি জর্জিয়ার সাথে একীভূত হয়।

চেচনিয়া (Chechnya): ১৯৯১ সালে চেচনিয়া রাশিয়ার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে রুশ-চেচনিয়া যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৯৪ সালে রুশ সৈন্যবাহিনী চেচনিয়ায় প্রবেশ করে। ১৯৯৬ সালে চেচনিয়ার স্বায়ত্তশাসনের স্বীকৃতি দিয়ে রুশ সৈন্য প্রত্যাহৃত হয়। কিন্তু তখন থেকেই পার্শ্ববর্তী দাগেস্তান, ইন্সুসেটিয়া, উত্তর ওসেটিয়া-আলানিয়া অঞ্চলে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়া অবশ্য দাবি করছে যে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন পতন পরবর্তী রাষ্ট্রগুলোর রাজনৈতিক অবস্থা

নাগর্নো-কারাবাখ (Nagorno-Karabakh): এটি আজারবাইজানের একটি বিদ্রোহী অঞ্চল। ১৯৮৮ সালে আর্মেনিয়া-আজারবাইজান জাতিগত সংঘাত সৃষ্টি হলে তা যুদ্ধে রূপ নেয় এবং ১৯৯৪ সালের যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।

দক্ষিণ ওসেটিয়া (South Ossetia): এটিও জর্জিয়া থেকে বিদ্রোহ করে ১৯৯০ সালে এ অঞ্চল স্বাধীনতা ঘোষণা করলে

সংঘাত শুরু হয়। ২০০৪ সালে জর্জিয়ার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় থেকে বিদ্রোহীরা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ২০০৬ সালে সেখানে গণভোট অনুষ্ঠিত হলে জনগণ স্বাধীনতার পক্ষে রায় দেয়। ২০০৮ সালে জর্জীয় সৈন্যবাহিনী ও ওসেটিয়া বিদ্রোহীদের মধ্যকার যুদ্ধ শুরু হলে রাশিয়া দক্ষিণ ওসেটিয়ার স্বাধীনতার স্বীকৃতি প্রদান করে।

ট্রান্সনিস্ট্রিয়া (Trans-Neustria): এটি মলদোভার একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী অঞ্চল। এর বেশিরভাগ অধিবাসী রুশভাষী। এরা রুমানিয়ার সাথে সংযুক্তির ভয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রাশিয়ান সৈন্যের উপস্থিতিতে ট্রান্সনিস্ট্রিয়া ও মলদোভার সৈন্যরা ১৯৯২ সালে যুদ্ধবিরতি করতে বাধ্য হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০৪ বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব

টপিক ০৪: বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব

সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে বিশ্বব্যবস্থার পুরো চিত্র পাল্টে যায় এবং এ প্রক্রিয়া এখনও ক্রিয়াশীল। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, 'সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ছিল বিশ শতকে বিশ্বের ভূ-রাজনৈতিক দুর্যোগ।' এর ফলে রাশিয়ার প্রায় এক কোটি জনগণ বিভিন্ন সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ে যার কুফল রাশিয়াকে ব্যাপকভাবেই আক্রান্ত করে। রাশিয়ার জনগণের ব্যক্তিগত সঞ্চয় ধ্বংস হয়ে যায় এবং পুরানো আদর্শগুলো পরিত্যক্ত হওয়ার ফলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে। পতনের প্রভাবে আবেগের বশে অসংখ্য প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করা হয় কিংবা অসতর্কভাবে পুনর্গঠন করা হয়। এর ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। গণদারিদ্র্য স্বাভাবিক চিত্র হয়ে দাঁড়ায়। ব্যাপক দারিদ্র্যের ফলে পতিতাবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। এতো গেল রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিণতির কথা। কিন্তু বিশ্বব্যাপী সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আরও ভয়াবহ ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রদান করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের প্রভাব শুরু থেকেই বিশ্বকে আন্দোলিত করে যাচ্ছে এবং বহু দশক ধরে এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল অনুভূত হতে থাকবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনজনিত প্রভাবকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. তাৎক্ষণিক প্রভাব;

খ. সুদূরপ্রসারী প্রভাব।

বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব

তাৎক্ষণিক প্রভাব (Instantaneous Impact)

প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের সাথে সাথে বিশ্ব দ্বি-মেরু বিশিষ্ট রাজনৈতিক পরাশক্তি বলয়ের বিভক্তি থেকে একক পরাশক্তি বলয়ের রাজনৈতিক বিশ্বব্যবস্থায় প্রবেশ করে। এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে মোকাবিলা করার জন্য কার্যত কোনো আদর্শ, কোনো দেশ বা সংস্থার অস্তিত্ব আর রইলো না।

দ্বিতীয়ত, পূর্ব ইউরোপে শক্তির ভারসাম্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। NATO'র প্রভাব অপ্রতিদ্বন্দ্বী হওয়ায় এবং সোভিয়েত ক্ষমতা লুপ্ত হওয়ায় পূর্ব ইউরোপ, বাল্টিক অঞ্চল ইত্যাদি স্থানে মোতায়েনকৃত বিপুল মার্কিন সৈন্য ও সরঞ্জাম সেখান থেকে মধ্যপ্রাচ্যে পুনঃ মোতায়েনের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয়ত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিকভাবে লাভবান হলেও অর্থনৈতিকভাবে এখনও পর্যন্ত পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়নি। এক্ষেত্রে চীন সুবিধা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। ফলে চীন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তর অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিচ্ছে। সম্প্রতি চীন বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম স্থান অধিকার করেছে।

বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব

চতুর্থত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন শক্তিশালী হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সাবেক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলো সংযুক্ত হওয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়ন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনৈতিক জোন তৈরি করেছে। সম্প্রতি তারা অভিন্ন মুদ্রা 'ইউরো' প্রচলন করেছে যা অত্যন্ত শক্তিশালী মুদ্রা হিসেবে বিশ্বে স্বীকৃতি পেয়েছে। রাশিয়ার কাঁচামাল, সস্তাশ্রম আর স্যাটেলাইট সহযোগিতার ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়ন অর্থনীতির নতুন দ্বার উন্মোচিত করেছে।

পঞ্চমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে চীনের। চীন একদিকে সোভিয়েত মডেলের সমাজতন্ত্রের বদলে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন করেছে, অপরদিকে তার সমাজতান্ত্রিক পার্টিব্যবস্থার শৃঙ্খলায় সামান্যতম শিথিলতা প্রদর্শন করেনি। শক্ত হাতেই চীন তার কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

ষষ্ঠত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে মধ্য এশিয়ায় কতিপয় মুসলিম রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। মস্কো অতীতে তার মধ্য এশীয় মুসলিম দেশগুলোর সহায়তায় মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভারসাম্য রক্ষা করে চলত। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সে ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। এর ফলে বিশ্বে ইসলামিক টেররিস্ট গ্রুপগুলোর উত্থান ঘটে।

বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব

সুদূরপ্রসারী প্রভাব (Long Term Impact)

দীর্ঘমেয়াদি প্রভাবের মধ্যে অন্যতম হলো ইস্টার্ন সোভিয়েত ব্লকে জাতীয়তাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন। এর ফলে জাতিগত সংঘাত মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে এবং বসনিয়া-হার্জেগোভিনা, চেচনিয়া ও জর্জিয়ায় জাতিগত সংঘাত এখনও ক্রিয়াশীল।

প্রথমত, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন আর সমাজতন্ত্রের পতন সমার্থক নয় বলেই অনেকে মনে করেন। কেননা, চীনে এখনও সমাজতন্ত্র বিদ্যমান। অদূর ভবিষ্যতে একক পরাশক্তির মার্কিন তাঁবেদারিতে বিরক্ত হয়ে বিশ্বের দেশে দেশে

সমাজতন্ত্রের প্রত্যাবর্তন ঘটবে বলে অনেকে মনে করছেন।

দ্বিতীয়ত, এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার উদ্ভব ঘটার ফলে বিশ্বব্যাপী দেশে দেশে বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত হয়। এর ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্কৃতি, রাজনীতি এবং মার্কিন মূল্যবোধ প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে।

বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিলপ্তির প্রভাব

তৃতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির স্থলে পুঁজিবাদী অর্থনীতি দ্রুত অনুসৃত হতে থাকে। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তনকে সহনীয় করার জন্য ক্রান্তিকালীন সময় পার করা দরকার ছিল। অতিদ্রুত পুঁজিবাদী অর্থনীতির দিকে ধাবিত হওয়ায় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। এর ফলে বহু বিত্তশালী ব্যবসায়ী রাতারাতি দরিদ্র হয়ে যায়; বহু শিল্প-কারখানা বিকল হয়ে যায়।

চতুর্থত, গর্বাচেভ তার পেরেস্ত্রোইকার দ্বারা সোভিয়েত সিস্টেমে পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। কিন্তু যে সিস্টেমকে নির্মাণ করা হয়েছে পরিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে টিকে থাকার জন্য সে সিস্টেমকে কীভাবে পরিবর্তন করা সম্ভব? 'পেরেস্ত্রোইকা' নীতি তাই সোভিয়েত সমাজে পরিবর্তন আনতে ব্যর্থ হয় বরং প্রচলিত ব্যবস্থাটিকে পঙ্গু করে ফেলে। এর ফলে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০৫ পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

টপিক ০৫: পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

This Topic is important for

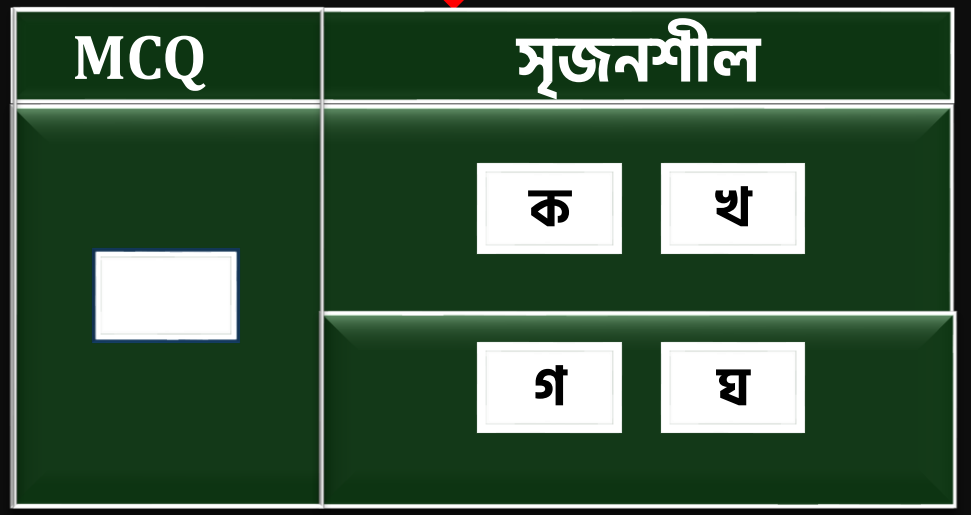

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

ইউরোপের ইতিহাসে উনিশ ও বিশ শতকের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ অনেকটা পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলোকে ঘিরে আবর্তিত হয়েছে। শিল্পবিপ্লবের পর শক্তিশালী জার্মানির উত্থানের ফলে রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যকার বাফার (Buffer) রাষ্ট্র হিসেবে পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো কাজ করেছে। এ জন্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে নিজ সীমান্তের নিরাপত্তা বিধান করার স্বার্থে এবং ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের রাজনীতি ও অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পূর্ব ইউরোপীয় দেশগুলো যেমন- পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া দখল করে নিয়ে সেখানে সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। বিশ শতকের শেষ দশকে আবার সমাজতন্ত্রের পতনের শুরুও হয় এ দেশগুলোতে সমাজতন্ত্রের পতনের মধ্য দিয়ে। নিচে পূর্ব ইউরোপীয় রাষ্ট্র পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ও নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবরণ দেওয়া হলো:

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

পোল্যান্ড

পোল্যান্ড ইউরোপের দেশগুলোর মধ্যে মানব উন্নয়ন সূচকে প্রথম সারির দেশ। এর পশ্চিমে জার্মানি, দক্ষিণে চেক রিপাবলিক এবং শ্লোভাকিয়া, পূর্ব দিকে ইউক্রেন ও বেলারুশ এবং উত্তরে লিথুয়ানিয়া। পূর্ব দিকে বাল্টিক সাগর ও কালিনিনগ্রাড এ রাশিয়ার অধিকৃত অঞ্চল রয়েছে।

৯৬৬ সালে খ্রিষ্টান রাজা প্রথম মিয়েসকো পোল্যান্ড রাজ্যটিকে খ্রিষ্টীয়করণ করেন। ১০২৫ সালে এটি রাজ্যে রূপান্তরিত হয়। ১৭৯৫ সালে প্রুশিয়া ও রাশিয়া এবং পুরাতন অস্ট্রিয়ার মধ্যে পোল্যান্ডকে বিভক্ত করে দেওয়া হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯১৮ সালে দ্বিতীয় পোলিশ রিপাবলিক গঠিত হলে পোল্যান্ড পুনরায় এর স্বাধীনতা ফিরে পায়। মাত্র দুই দশক পর ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে হিটলারের প্রথম আক্রমণের শিকার হয় পোল্যান্ড। পরবর্তীতে

রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি অনুযায়ী জার্মানি ও রাশিয়া পোল্যান্ডে আক্রমণ চালিয়ে উভয়ে একে বিভক্ত করে গ্রাস করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে প্রায় ৬০ লক্ষ পোলিশ নাগরিক মৃত্যুবরণ করে। ১৯৫২ সালে পোল্যান্ডে 'পিপলস রিপাবলিক' গঠিত হয় যদিও এটি একটি সোভিয়েত প্রভাব বলয়ের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র হিসেবে ১৯৪৪ সাল থেকে পরিচিত ছিল। ১৯৮৯ সালে ইউরোপে কমিউনিস্টবিরোধী বিপ্লবের সূচনা হলে পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট সরকারের পতন ঘটে এবং গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুসারে পোল্যান্ডের বর্তমান নাম তৃতীয় পোলিশ রিপাবলিক।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

পোল্যান্ড

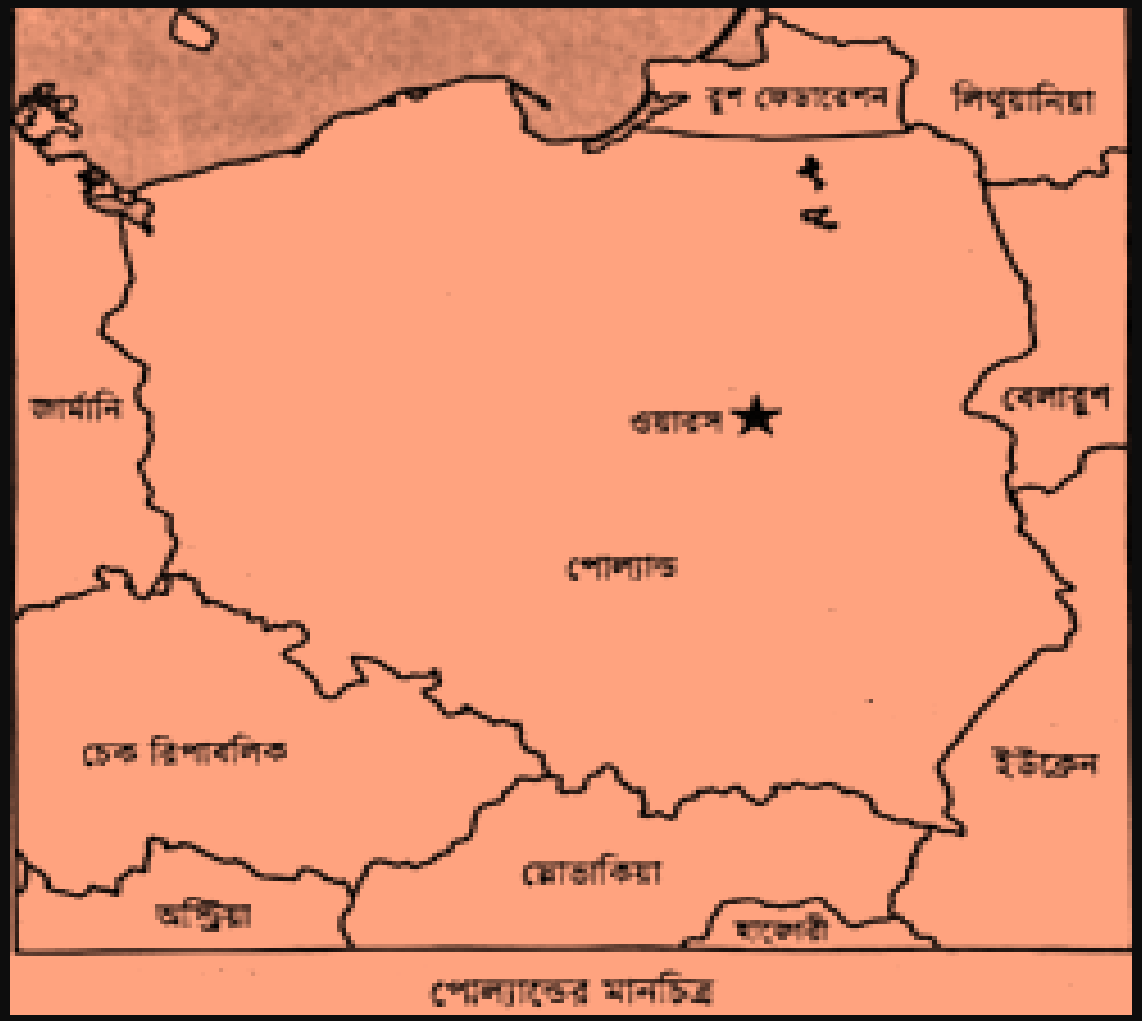

পোল্যান্ডের মানচিত্র

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

পোল্যান্ড

১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে পোল্যান্ডে শ্রমিক আন্দোলনের নেতা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন লেস ওয়ালেসা (Lech Walesa)। তিনি যে আন্দোলন শুরু করেন তা 'সংহতি আন্দোলন' (Solidarity Movement) নামে পরিচিত। তার আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ছিল পোল্যান্ডকে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংকট থেকে মুক্ত করার জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ সময় সংহতি আন্দোলনের জনপ্রিয়তায় ভয় পেয়ে যায়। দেশটি পোল্যান্ডকে সামরিক শাসন জারি করতে প্ররোচিত করতে থাকে। অতঃপর পোল্যান্ড সামরিক শাসন জারি করে এবং লেস ওয়ালেসাকে কারাগারে প্রেরণ করে।

লেস ওয়ালেসা

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

পোল্যান্ড

আশির দশকের শেষ দিকে এসে পূর্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশের মতো পোল্যান্ডেও পরিবর্তনের সুবাতাস বইতে থাকে। ১৯৮৮ সালের শেষদিকে পোলিশ কর্তৃপক্ষ সংহতির সাথে গোলটেবিল বৈঠকে আলোচনায় বসার জন্য একটি চুক্তি সম্পাদন করে। লেস ওয়ালেসা মুক্তি পান। এই গোলটেবিল বৈঠকে ২টি চুক্তি সম্পাদিত হয়। পোল্যান্ডের সেম (Sejm of poland) ও নবগঠিত সিনেটে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়। এ নির্বাচনে লেস ওয়ালেসা নিজে অংশগ্রহণ করেননি। তবে তার নেতৃত্বাধীন 'সংহতি' সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। পরবর্তীতে তার নেতৃত্বে পোলিশ কমিউনিস্ট দল, সংযুক্ত কৃষক দল, গণতান্ত্রিক দল ও সংহতি দলের মধ্যে আলোচনার ব্যবস্থা করেন। এ আলোচনার মধ্য দিয়ে লেস ওয়ালেসা কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন। ফলশ্রুতিতে পোল্যান্ডে কমুউনিস্ট শাসনের অবসান ঘটে।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

পোল্যান্ড

১৯৯৯ সালে পোল্যান্ড ন্যাটোতে যোগদান করে এবং ২০০৪ সালে এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়। ১৯৯০-এর শুরুতে পোল্যান্ড তার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিত্যাগ করে পুঁজিবাদী অর্থনীতি গ্রহণ করে। ফলে পোল্যান্ডের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ক্রান্তিকালীন বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়। তবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পোল্যান্ড তার GDP ১৯৮৯-পূর্ব লেভেলে উন্নীত করতে সমর্থ হয়। ১৯৯৫ সালের মধ্যেই এটি সে স্তরে উন্নীত হয়। ২০০৭ সালে পোল্যান্ড শেনঝেন (Schengen) এলাকায় যোগদান করে। ফলে তার সীমানার সাথে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত যেসব দেশের সীমান্ত রয়েছে সেসব দেশে পোলিশগণ অবাধে যাতায়াত করতে সক্ষম হয়। অপরদিকে পোল্যান্ড তার পূর্বদিকের বেলারুশ, রাশিয়া এবং ইউক্রেনের সীমান্ত এমন শক্তিশালীভাবে সুরক্ষিত করেছে যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের কোনো নাগরিক এর পক্ষে ইউরোপীয় ইউনিয়নে প্রবেশ সম্ভব ছিল না। এ প্রান্তে পোল্যান্ড 'Fortress Europe' এ পরিণত হয়েছে।

১৯৯৭ সালের নতুন সংবিধান অনুযায়ী পোল্যান্ডে প্রেসিডেন্সিয়াল গণতন্ত্র চালু রয়েছে। সাম্প্রতিক সময়গুলোতে পোল্যান্ড ইউরোপীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে শুরু করেছে। বিলুপ্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পোল্যান্ডের অর্থনীতি খুবই শক্তিশালী।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

হাঙ্গেরী

হাঙ্গোর কাপৌথয়ান বোসনে অবস্থিত পূর্ব ইউরোপীয় দেশ। এর উত্তরে শ্লোভাকিয়া, পূর্বে রুমানিয়া ও ইউক্রেন, দক্ষিণে সার্বিয়া এবং ক্রোয়েশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে শ্লোভেনিয়া এবং পশ্চিমে অস্ট্রিয়া। এর রাজধানীর নাম বুদাপেস্ট। ৯৩,০৩০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এ দেশটিতে সমাজতন্ত্রের পতন হয়েছিল অনেকটা পর্যায়ক্রমিকভাবে।

খ্রিষ্টীয় ৯ম শতকে হাঙ্গেরিতে খ্রিষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৪১-১৬৯৯ সময়কালে হাঙ্গেরি অটোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর এটি হ্যাপসবার্গ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৮৬৭-১৯১৮ সময়কালে এটি অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত হাঙ্গেরি তার ভূখণ্ডের দুই-তৃতীয়াংশ হারিয়েছিল 'ট্রিয়ানন' চুক্তি অনুসারে। অক্ষশক্তির সাথে থাকার কারণে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় হাঙ্গেরিতে ব্যাপক ধ্বংসলীলা সংঘটিত হয়। ১৯৪৭ সালে এটি কমিউনিস্ট শাসনাধীনে চলে যায়।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

হাঙ্গেরী

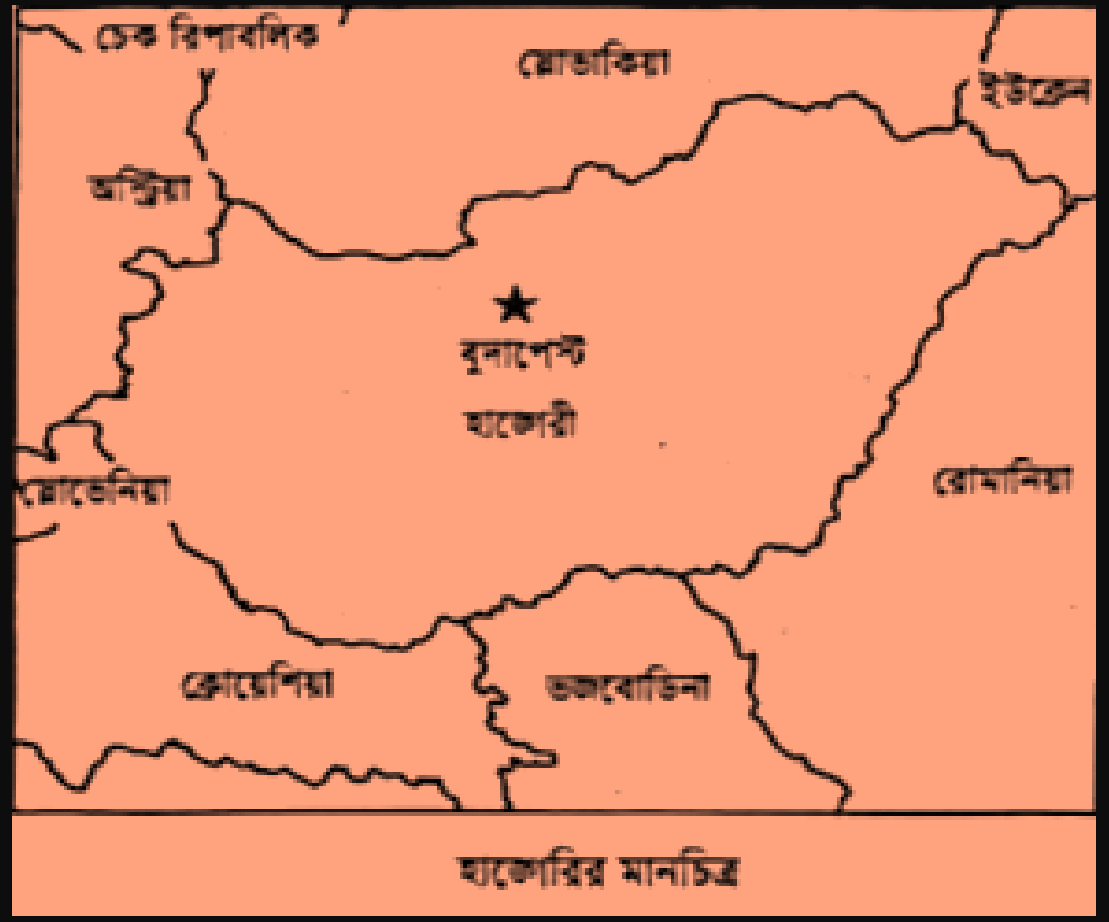

হাঙ্গেরীর মানচিত্র

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

হাঙ্গেরী

১৯৫৬ সালে কমিউনিস্টবিরোধী বিপ্লবের কারণে হাঙ্গেরি আন্তর্জাতিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল। মূলত হাঙ্গেরিতে কোন ঘটনা থেকে কমিউনিজমের পতন শুরু হয়েছে তা নির্ধারণ করা কঠিন। পূর্বে যারা কমিউনিস্ট শাসনকে সমর্থন করতেন ১৯৮৬ সালের শেষের দিকে এসে তারা শাসকবর্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে থাকেন। হাঙ্গেরির লেখকগণ অনেকেই সমাজতন্ত্রের শৃঙ্খলের বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং সাংবাদিকরা অধিক অবাধ রিপোর্ট প্রকাশের দাবি জানাতে থাকেন। এর ফলে ১৯৮৮ সালের শুরুতে হাঙ্গেরিতে রাজনৈতিক সংস্কার অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

জেনোস কাদার

১৯৮৮ সালে হাঙ্গেরির অবস্থা ছিল অনেকটা অনিশ্চিত ও ক্ষয়িষ্ণু। কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব, এমনকি শাসক কাদার (Janos Jozsef Kadar) নিজেও এ অবস্থার উন্নতির জন্য ভীতি প্রদর্শন ছাড়া গঠনমূলক কোনো সমাধান দিতে পারেননি। মে মাসে তিনি দলীয় বৈঠক (Party Conference) অনুষ্ঠানে বাধ্য হন। সেখানে তার প্রতিপক্ষ কাদারকে ক্ষমতা থেকে অপসারণ করে।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

হাঙ্গেরী

এ সময় ক্যারোলি গ্রসজ (Karoly Graosz)-এর অধীনে নতুন নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসে। কিন্তু তারাও এ অবস্থার উন্নতি সাধন করতে পারেননি। ১৯৮৯ সালে একটি সর্বদলীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ বৈঠকে ক্ষমতা হস্তান্তর ও একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থার পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা চলানো হয়। অবশেষে ২৩ অক্টোবর অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মাটিয়াস জুরোস (Matyas Szuros) হাঙ্গেরিকে 'জনগণের প্রজাতন্ত্র' (Peoples Republic)-এর স্থলে শুধু 'প্রজাতন্ত্র' (Republic) বলে সরকারিভাবে ঘোষণা করেন। ১৯৯১ সালের জুনের মধ্যে হাঙ্গেরি থেকে সব সোভিয়েত সৈন্য প্রত্যাহৃত হলে হাঙ্গেরিতে 'তৃতীয় হাঙ্গেরিয়ান রিপাবলিক' গঠিত হয়। এরপর হাঙ্গেরির কোয়ালিশন সরকার সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি থেকে পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে প্রত্যাবর্তন করে।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

রোমানিয়া

রোমানিয়া মধ্য ইউরোপ এবং দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। এর পশ্চিমে হাজোরি ও সার্বিয়া, পূর্ব ও উত্তর-পূর্বে ইউক্রেন এবং মলদোভা এবং এর দক্ষিণে বুলগেরিয়া অবস্থিত। ২,৩৮,৩৯১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এদেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে জনবহুল দেশ। এর রাজধানীর নাম বুখারেস্ট। ১৮৫৯ সালে মলদোভা এবং ওয়ালাচিয়া রুমানিয়ার সাথে একীভূত হয়। ১৮৮১ সালে রোমানিয়ার প্রথম রাজা 'প্রথম কেরল' সিংহাসনে বসেন। ১৮৭৭ সালের ৯ মে রোমানিয়া অটোমান সাম্রাজ্য থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর থেকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রোমানিয়া ব্যাপক আলোচনায় আসে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সমাপ্তির পর ট্রান্সসিলভেনিয়া, বুকোভিনা এবং বেসারাবিয়া কিংডম অফ রোমানিয়ার সাথে সংযুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় রোমানিয়া অক্ষশক্তির পক্ষে যোগদান 'করে এবং দেশে সামরিক স্বৈরতন্ত্রের উত্থান ঘটে। ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত মার্শাল আইয়ন এন্টোনেস্কোর শাসনকালে রোমানিয়া অক্ষশক্তির পক্ষে থাকলেও তার পতনের পর রোমানিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ 'দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে সোভিয়েত রেড আর্মি রোমানিয়ার উত্তর-পূর্বের কিছু অংশ দখল করে সেখানে সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করে। ১৯৪৭ সালে রোমানিয়াকে জোর করে পিপলস রিপাবলিকে রূপান্তর করে 'ওয়ারস প্যাক্ট' এ যোগদান করতে বাধ্য করা হয়।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

রোমানিয়া

রোমানিয়ার মানচিত্র

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

রোমানিয়া

১৯৮৯ সালের মাঝামাঝি সময় থেকে রোমানিয়ার টিমিসোয়ারায় যে গণঅসন্তোষ শুরু হয় তা এক সময় চরম আকার ধারণ করে। এ বছরের ২২ ডিসেম্বর নিকোলাই চসেস্কু গণআন্দোলনের মুখে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ভবন ত্যাগ করার পর শত শত বিক্ষোভকারী পার্টির কেন্দ্রীয় অফিস দখল করে নেয়। কয়েক ঘণ্টা পর সেখানে জাতীয় মুক্তিফ্রন্ট (National Salvation Front) গঠন করা হয়। এ মুক্তিফ্রন্টের নেতা ছিলেন ইলিয়েস্ক। রোমানিয়ার দীর্ঘদিনের কমিউনিস্ট শাসক চসেস্ক সস্ত্রীক পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়েন। প্রেসিডেন্ট নিকোলাই চসেস্কুর সময়কালে রোমানিয়া অন্যতম শক্তিশালী কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল। ১৯৮৯ সালে রোমানিয়ায় বিপ্লব সংঘটিত হলে চসেস্কুর পতন ঘটে। ১৯৮৯ সালে সমাজতন্ত্রের পতনের পর রোমানিয়ায় গণতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয় এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পরিবর্তে বাজার অর্থনীতি চালু হয়। এর ফলে পরবর্তী এক দশক রোমানিয়া অর্থনৈতিক সমস্যায় পতিত হয়, এর জীবনযাত্রার মান নিম্নগামী হয়। ২০১০ সালের মধ্যে রোমানিয়া উচ্চ-মধ্যম অর্থনীতির একটি দেশে পরিণত হয়। ২০০৪ সালের ২৯ মার্চ দেশটি ন্যাটোতে যোগদান করে এবং ২০০৭ সালের ১ জানুয়ারি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ লাভ করে।

পূর্ব ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন ও নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা

রোমানিয়া

এভাবে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়ায় কমিউনিস্ট শাসনের পতন ঘটে। তবে শুধু এ রাষ্ট্রগুলোই নয় বরং পূর্ব জার্মানি, চেকশ্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, যুগোশ্লাভিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেনি।

নিকোলাই চসেস্কুর

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০৬ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

টপিক ০৬: সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের ফলে বিশ্বে আমূল পরিবর্তন ঘটে। এর ফলে প্রায় চার দশকব্যাপী চলমান স্নায়ুযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে।এসব দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পরিত্যক্ত হয় এবং গৃহীত হয় বাজার অর্থনীতি। কিন্তু, দীর্ঘদিন থেকে চলে আসা একটি আর্থিক ব্যবস্থাপনাকে রাতারাতি অন্য একটি ব্যবস্থাপনায় ঢেলে সাজানো মোটেই সহজ নয়। এর প্রমাণস্বরূপ আমরা দেখেছি, ১৯৯০ সালের পর সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোতে ব্যাপক অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা। এসব দেশের জীবনযাত্রার মান হঠাৎ করেই সোভিয়েত আমল থেকেও নিম্নগামী হয়, বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়, মুদ্রামান কমে যায়। এর ফলে সামাজিক অস্থিরতাও বৃদ্ধি পায়। এসব দেশে সামাজিক স্তরবিন্যাসে ব্যাপক ওলট-পালট ঘটে। বিধ্বস্ত অর্থনীতির চাপে ক্ষেত্র বিশেষে নৈতিক মূল্যবোধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

বেশিরভাগ সাবেক সোভিয়েত রাষ্ট্র ১৯৯০-৯১ সময়কালে বাজার অর্থনীতিতে স্থানান্তরের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে। এর ফলে ১৯৯০-৯৫ সময়কালে তাদের জাতীয় উৎপাদন (GDP) গড়ে ৪০% কমে যায়। জাতীয় আয়ের এই নিম্নগামিতা ১৯৩০-৩৪ সময়কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহামন্দার সময় ছিল মাত্র ২৭%। সরকারি অর্থের ব্যয় ব্যবস্থাপনা পরিবর্তনের ফলে স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক কার্যক্রমে ব্যাপক প্রভাব পড়ে এবং এর ফলে দারিদ্র্য বৃদ্ধি পায়। তবে বাজার সংস্কার কর্মসূচি অব্যাহত থাকায় ধীরে ধীরে দেশগুলোর জাতীয় উৎপাদন দুই দশকের মধ্যে পুনরায় আগের অবস্থায় ফিরে আসে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

সাবেক সোভিয়েতভুক্ত দেশগুলোতে ১৯৯১—২০১১ সময়কালে জাতীয় উৎপাদনের চিত্র নিম্নরূপ:

জাতীয় আয় (জিডিপি)

দেশ	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৬	২০১১
রাশিয়া	১০০	৬৩.১	৭৪.৫	১০৩.৩	১১৮.৩
ইউক্রেন	১০০	৪৭.২	৫১.৮	৭৩.৭	৭৫.৯
বেলারুশ	১০০	৬৭.৯	৯৪.০	১৪১.৫	১৯২.৫
মোলদাভিয়া	১০০	৪৫.২	৪৫.০	৬২.৫	৭৪.৫
এস্তোনিয়া	১০০	—	—	—	—
লাটভিয়া	১০০	৬৭.৮	৯২.৯	১৪৩.১	১৩০.১
লিথুয়ানিয়া	১০০	৬৪.৬	৮১.৫	১১৯.৮	১২৩.৯
কাজাখস্তান	১০০	৬৯.৩	৮৮.৫	১৪১.৪	১৮৫.৭

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

জিডিপির পরিবর্তন

দেশ	১৯৯১	১৯৯৬	২০০১	২০০৬	২০১১
কিরঘিজিস্তান	১০০	৫৮.৯	৭৬.১	৮৯.৬	১১৪.৪
তাজিকিস্তান	১০০	৩৪.১	৪৫.২	৫৬.০	৯৮.১
তুর্কমেনিস্তান	১০০	৬৮.৪	১০৭.৭	২১৫.৫	৩৫১.৮
উজবেকিস্তান	১০০	৮২.৯	১০২.৬	১৩৭.৫	২০৮.৪
আর্মেনিয়া	১০০	৬৩.৩	৮৪.২	১৫৪.৭	১৭২.৫
আজারবাইজান	১০০	৪২.৭	৬৫.২	১৫০.২	২৪১.১
জর্জিয়া	১০০	৩৯.৮	৪৯.৮	৭৪.১	৯৩.২

সূত্র: বিশ্বব্যাংক ডাটা, ২০১১

ছকে দেখা যাচ্ছে, সকল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রেই বাজার অর্থনীতি চালু করার ফলে জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়। এর একটি বড় কারণ, বাজার অর্থনীতির ত্রুটি এবং রাজনৈতিক পরিবর্তনজনিত ক্রান্তিকালীন বিশৃঙ্খলা।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

ধীরে ধীরে এ দেশগুলোর জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেতে থাকলে এরা ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগদান করে। ফলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সমন্বিত বাজার বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বাজারে পরিণত হয়। বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তাদের অভিন্ন অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অভিন্ন মুদ্রা ইউরো চালু করেছে। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার পতনের ফলে বিশ্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন এসেছে। স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র ছিল পূর্ব ইউরোপ। সে কেন্দ্রটি এখন স্থানান্তরিত হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকায় স্থির হওয়ার চেষ্টা করছে। শুধু তাই নয়, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোর পতনের পর সাম্রাজ্যবাদের নতুন সংজ্ঞা তৈরি হচ্ছে। এখন আর কেউ টেরিটোরিয়াল ইমপেরিয়ালিজমের কথা ভাবছে না। প্রযুক্তির চরম বিকাশের এ যুগে তথ্যযুদ্ধ শুরু হয়েছে। অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ আর তথ্যযুদ্ধ হয়ে ওঠেছে এখন বিশ্বের শক্তিধর দেশগুলোর লক্ষ্যবস্তু।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, আগামী দশকগুলোতে এশিয়া এগিয়ে যাবে। ইতোমধ্যে চীন তার অর্থনীতি সমৃদ্ধ করেছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া বিশ্বের অর্থনৈতিক বিনিয়োগের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হতে চলেছে। এশিয়ার অর্থনীতি যদি এ গতিতে সামনের দিকে চলতে থাকে তবে মার্কিন অর্থনীতিকে তাদের ভবিষ্যৎ লক্ষ্য নিয়ে অবশ্যই নতুন করে ভাবতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েতের পতনের পর বিশ্বের পরাশক্তির সংজ্ঞা পরিবর্তিত হয়েছে। এর ফলে একক পরাশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্থান বিশ্ব নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি সৃষ্টি করেছে বলে অনেকের ধারণা। ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন আগ্রাসন এবং বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাত বৃদ্ধি বিকল্প শক্তির উত্থানকে ক্রমেই জরুরি করে তুলেছে।

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতনের প্রভাব

ইতোমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের সংস্কার দাবি করেছে। পরিবর্তিত বিশ্বপরিস্থিতির প্রভাবেই এ দাবি ওঠে এসেছে। তবে পরাশক্তির একনায়কত্ব রোধ করার জন্য বিশ্বের অন্য দেশগুলোর ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও বিকল্প নেই।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙনের মধ্য দিয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর বেশির ভাগই CIS গঠন করেছে। বাজার অর্থনীতি চালুর প্রাথমিক বিপর্যয় কাটিয়ে CIS ভুক্ত দেশগুলো ক্রমেই স্বাবলম্বী হতে শুরু করেছে। অনেকে মনে করছেন, CIS ভুক্ত দেশগুলো শীঘ্রই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে; ফলে বিশ্বে শক্তির ভারসাম্য ফিরে আসবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০৭ বার্লিন প্রাচীরের অবসান

টপিক ০৭: বার্লিন প্রাচীরের অবসান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বার্লিন প্রাচীরের অবসান

বার্লিন প্রাচীরকে সরকারিভাবে বলা হয় Anti Fascist Protection Ramport বা ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিরক্ষা দুর্গ। পশ্চিম জার্মানি এবং পূর্ব জার্মানিকে বিভক্তকারী এ প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ১৫৫ কিলোমিটার। ১৯৬১ সালে পূর্ব জার্মানির জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক (GDR) সরকার এ প্রাচীর নির্মাণ করে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রশক্তি জার্মানিকে ৪টি অংশে বিভক্ত করে। ফ্রান্স, ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই চারটি অংশ অধিকার করে। এ সময় জার্মানির রাজধানীকেও বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হয়। পূর্ব বার্লিনকে কেন্দ্র করে জার্মানির পূর্বাংশে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করে। অপরদিকে পশ্চিম জার্মানিতে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও ইংল্যান্ড কমিউনিস্ট শাসনের প্রসার রোধ করার জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়। ১৯৪৮ সালে লন্ডন সম্মেলনে একত্রিত হয়ে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করে যে, সমগ্র জার্মানির জন্য ঐক্যবদ্ধ একটি সংবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত মিত্রশক্তি অধিকৃত পশ্চিম জার্মানিতে জার্মান গণতান্ত্রিক সরকার FRG (Federal Republic of Germany) গঠন করা হবে। এর রাজধানী হয় বন (Bonn)। অপরদিকে FRG গঠিত হওয়ায় পাল্টা ব্যবস্থা হিসেবে রুশ অধিকৃত অঞ্চল নিয়ে গঠন করা হয় GDR (German Democratic Republic) শুধু তাই নয়, ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত সরকার হঠাৎ পশ্চিম বার্লিনের Mapa Tol West BAST

বার্লিন প্রাচীরের অবসান

বার্লিন প্রাচীরের অবসান

বার্লিন প্রাচীরের অবসান

সাথে সংযোগরক্ষাকারী সড়কপথ, রেলপথ এবং খালের ওপর দিয়ে পশ্চিম জার্মানির অধিবাসীদের যোগাযোগ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে পশ্চিম বার্লিনের ২ মিলিয়ন মানুষের জীবন সংকটাপন্ন হয়ে ওঠে। মিত্রপক্ষ এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে রক্ষার জন্য বিমানের মাধ্যমে খাদ্য ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ অব্যাহত রাখে। ১১ মাস অবরোধের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন অবরোধ তুলে নেয়।

পশ্চিম জার্মানিতে ছিল মুক্ত গণতন্ত্র, মত প্রকাশের স্বাধীনতা। অপরদিকে পূর্ব জার্মানিতে ছিল সমাজতন্ত্রের কঠোর শৃঙ্খলা। এর ফলে পূর্ব জার্মানি থেকে লোকেরা পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যেতে শুরু করে। অপরদিকে, পশ্চিম জার্মানি থেকে পূর্ব জার্মানিতে সমাজতন্ত্রবিরোধী প্রচারণা-প্রোপাগান্ডা অব্যাহত থাকায় সমাজতন্ত্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে GDR সরকার বার্লিন শহরের মাঝ দিয়ে একটি কনক্রিটের দেয়াল নির্মাণ করে।

দেয়াল নির্মাণের পূর্বে ১৯৪৯-১৯৬১ সময়কালে পূর্ব জার্মানি থেকে প্রায় ২.৫ মিলিয়ন মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে অভিবাসী হয়ে অন্যান্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রে চলে যায়। কিন্তু ১৯৬১ সালে দেয়াল নির্মাণের পর এ ধরনের 'অভিবাসন' কঠোরভাবে বন্ধ করা হয়। ১৯৬১-১৯৮৯ সময়কালে প্রায় ৫,০০০ জন পূর্ব বার্লিনের মানুষ পশ্চিম জার্মানিতে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে এবং এদের মধ্যে ৬০০ জনকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

বার্লিন প্রাচীরের অবসান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বার্লিন প্রাচীর হয়ে ওঠে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রের বিভেদ চিহ্ন। ১৯৮৯ সালে পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রবিরোধী আন্দোলন শুরু হলে পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরিতে কমিউনিস্টদের পতন ঘটে। সোভিয়েত গর্বাচেভ সরকার এসব দেশে হস্তক্ষেপ করার নীতি পরিত্যাগ করলে এর প্রভাব পড়ে জার্মানিতে। ফলে পূর্ব জার্মানির GDR সরকারও রাশিয়ার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে পশ্চিম জার্মানির সাথে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর অংশ হিসেবে পূর্ব জার্মান সরকার ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর ঘোষণা করে GDR-এর সব নাগরিক পশ্চিম জার্মানি ও পশ্চিম বার্লিন ভ্রমণ করতে পারবে। এর ফলে দলে দলে লোক বার্লিন প্রাচীর টপকে পশ্চিম জার্মানিতে গমন করে। পশ্চিম জার্মানির জনগণ তাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই জনতা বার্লিন প্রাচীরের কতকাংশ স্ব-উদ্যোগে ভেঙে ফেলে।

বার্লিন প্রাচীরের অবসান

নভেম্বর ঘোষণার পর পূর্ব জার্মান সরকার ঘোষণা করে যে, বার্লিন প্রাচীরের মধ্যে আরও ১০টি পথ প্রাচীর ভেঙে উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে পরবর্তী সপ্তাহের মধ্যেই। দলে দলে লোক অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে কখন সরকারি বাহিনী বুলডোজার দিয়ে প্রাচীর ভেঙে তাদের পথ উন্মুক্ত করে দেবে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি পর্যন্ত আরও কয়েকটি নতুন পথ উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

১৯৯০ সালের ১৩ জুন থেকে পূর্ব জার্মানির সেনাবাহিনী বার্লিন প্রাচীর সরকারিভাবে ভাঙা শুরু করে। ১৯৯১ সালের নভেম্বরের শেষ নাগাদ এ প্রাচীর ভাঙা সমাপ্ত হয়। তবে ঐতিহাসিক স্মৃতি হিসেবে কিছু চেকপোস্ট অক্ষত রাখা হয়। ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর বার্লিন প্রাচীর উন্মুক্ত করার ঘোষণার মধ্য দিয়েই শুরু হয় দুই জার্মানি একত্রীকরণ প্রক্রিয়া।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০৮ জার্মানির একত্রীকরণ

টপিক ০৮: জার্মানির একত্রীকরণ

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জার্মানির একত্রীকরণ

৩ অক্টোবর জার্মানি একত্রীকরণ দিবস। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের সূত্র ধরে পূর্ব জার্মান সরকার (GDR) বার্লিন প্রাচীর উন্মুক্ত করে দিয়ে ১৯৮৯ সালের ৯ নভেম্বর এ একত্রীকরণ প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ঘটায়। কিন্তু এ একত্রীকরণকে Unification বলা হবে নাকি Unity বলা হবে তা নিয়ে জার্মান চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

অতীতে জার্মানিকে অসংখ্যবার বিভক্ত এবং একত্রিত করা হয়েছে। কারণ জার্মানি বলতে যেসব ভূখন্ডকে নির্দেশ করে সেগুলো প্রথম সার্থকভাবে একত্রিত হয়েছিল ১৮৭১ সালে।

অতঃপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ভার্সাই সন্ধির মাধ্যমে জার্মানিকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে 'ত্রিশক্তি আঁতাতের' মিত্ররা দখল করে নেয়। হিটলার ধীরে ধীরে জার্মানির অংশগুলোকে পুনর্দখল করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মিত্রপক্ষীয় ব্রিটেন, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম জার্মানির অংশসহ সারল্যান্ডকে নিয়ে ১৯৫৭সালের ১ জানুয়ারি যে ঐক্যবদ্ধ পশ্চিম জার্মানি FRG গঠন করে ইতিহাসবিদরা একেও Small Re-unificaton বলে চিহ্নিত করেন। তবে এ সময় জার্মানির এক বৃহত্তর অংশ পূর্ব জার্মানি নামে সোভিয়েত নিয়ন্ত্রণে থেকে যায় এবং বিভেদ চিহ্ন হিসেবে গড়ে তোলা হয় বার্লিন প্রাচীর।

জার্মানির একত্রীকরণ

১৯৮৯ সালের ২৮ নভেম্বর, বার্লিন প্রাচীর পতনের দুই সপ্তাহ পর,
পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলর হেলমুট কোহল (Helmut Kohl) দুই জার্মানি একত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য সহযোগিতার ১০টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করেন। এ ১০টি পয়েন্ট চিহ্নিত করার উদ্দেশ্য ছিল সার্থকভাবে দুই জার্মানির ঐক্য সম্পন্ন করা; তবে এর জন্য কোনো সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি। তবে পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ এ ঐক্য প্রক্রিয়াকে দ্রুততার সাথে এগিয়ে নিয়ে যায়।
১৯৯০ সালে পূর্ব জার্মানির প্রথম মুক্ত নির্বাচনে, 'Party of Democratic Socialism' শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। পশ্চিম জার্মানির হেলমুট কোহল-এর 'ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রেটিক ইউনিয়ন'-এর পূর্ব শাখার নেতা লুথার ডি মেইজারের নেতৃত্বে একটি বড় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয় পূর্ব জার্মানিতে। লুথার ঐক্য প্রক্রিয়া দ্রুততার সাথে এগিয়ে নেন।
১৯৯০ সালের ১৮ মে দুই জার্মানির কর্তৃপক্ষ মুদ্রা, অর্থনীতি ও সামাজিক ঐক্য সাধনের জন্য একটি চুক্তিতে উপনীত হয়। ইতোমধ্যে সোভিয়েতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর পূর্ব জার্মানির মুদ্রা 'মার্ক' এর কোনো মূল্য ছিল না। একই বছর ১ জুলাই East German Mark-এর বদলে সরকারি মুদ্রা হিসেবে Deutsche Mark চালু করা হলে এ মুদ্রা স্থিতিশীল হিসেবে পূর্ব জার্মান নাগরিকদের নিকট গৃহীত হয়

জার্মানির একত্রীকরণ

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একত্রীকরণ

জার্মানির একত্রীকরণ

GDR তার অর্থনৈতিক নীতির জন্য FRG-এর ওপর নির্ভরশীলতা কামনা করলে GDR-কে FRG বিপুল আর্থিক সহায়তা প্রদান করে। GDR-এর বাজেট এবং সামাজিক নিরাপত্তা খাতে এই সহায়তা বা আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়। সেই সাথে বহু পশ্চিম জার্মান আইন পূর্ব জার্মান সরকার GDR-এ আত্মস্থ করে নেয়। পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিভেদ দূর করার জন্য গ্রহণযোগ্য 'ফ্রেমওয়ার্ক' তৈরি করা হয়। ইতোমধ্যে 'German Re-unification Treaty' প্রণীত হয়। ১৯৯০ সালের ২ জুলাই প্রণীত এই চুক্তি ঐ বছর ৩১ আগস্ট উভয় সরকার (FRG এবং GDR) স্বাক্ষর করে। চুক্তিটি ১৯৯০ সালের ২০ সেপ্টেম্বর উভয় দেশের আইনসভায় বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে অনুমোদিত হয়। German Re-unification Treaty-এর অনুচ্ছেদ ৪৫ অনুযায়ী, ২৯ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০ সাল থেকে আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়। এরপর এ চুক্তির ধারা-১ মোতাবেক ১৯৯০ সালের ৩ অক্টোবর পূর্ব জার্মানি ফেডারেল রিপাবলিক হিসেবে ব্রান্ডেনবাগ, ম্যাকলেনবার্গ-ভরপোর্মান, স্যাক্সনী, স্যাক্সনী- ব্র্যানহান্ট এবং যুরিঞ্জিয়া এই ৫টি স্টেট নিয়ে পশ্চিম জার্মানির সাথে একত্রিত হয়।

একই সাথে পূর্ব ও পশ্চিম বার্লিন একত্রিত হয়ে একটি সিটি স্টেটে পরিণত হয়। পশ্চিম জার্মানির 'কালো-লাল-সোনালী' রং-এর পতাকা ঐক্যবদ্ধ জার্মানির পতাকা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। সেই সাথে GDR-এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯৪৯ সালে প্রণীত সংবিধান, ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সংবিধান হিসেবে গৃহীত হয়।

জার্মানির একত্রীকরণ

জার্মানির একত্রীকরণের প্রভাব ও ফলাফল

Results & Effects of the Re-unification of Germany

পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানির একত্রীকরণের সাথে সাথে ইতোপূর্বে পশ্চিম জার্মান সরকার বা FRG কর্তৃক প্রণীত সকল আন্তর্জাতিক চুক্তিই ঐক্যবদ্ধ জার্মানির চুক্তি বলে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। GDR বা পূর্ব জার্মান সরকার কর্তৃক প্রণীত চুক্তিগুলোর আর কোনো গ্রহণযোগ্যতা রইল না। জাতিসংঘ, ন্যাটে ইত্যাদিতে পশ্চিম জার্মানির সদস্যপদ এখন থেকে ঐক্যবদ্ধ জার্মানির সদস্যপদ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। পশ্চিম জার্মানির মৌলিক আইনগুলোই পূর্ব জার্মানির ওপর সমভাবে প্রযোজ্য হলো।

তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার জন্য সংবিধানের কতিপয় ধারা সংশোধন করা হয়। যেমন- পশ্চিম জার্মানির সংবিধানের মূল আইনের ১৪৬ নং ধারা এবং ২৩ নং ধারা সংশোধন করা হয়।

জার্মানির একত্রীকরণ

জার্মানির একত্রীকরণের প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৯০ সালে এ সংক্রান্ত বেশ কয়েকটি জনমত জরিপ করা হয়। এসব জরিপে দেখা যায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের জনসাধারণ এ ঐক্য প্রক্রিয়া সমর্থন করে। অপরদিকে, ব্রিটেন ও পোল্যান্ডে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ৬৯% পোলিশ জনগণ এবং ৫০% ব্রিটিশ জনগণ এ ঐক্য প্রক্রিয়ায় অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার এ ঐক্য প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করেন এবং তিনি সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভকে এ ঐক্য প্রক্রিয়া বন্ধ করার জন্য তার পক্ষে কিছু করার থাকলে তা করার জন্য অনুরোধ করেন।

জার্মানির একত্রীকরণ

এসব দেশের যুক্তি হলো, জার্মান সংবিধান সংশোধন করা হলেও এর অনুচ্ছেদ ২৩ এর মতে আরও কতিপয় রাষ্ট্র যেমন- অস্ট্রিয়া এবং পোল্যান্ড-কে ভবিষ্যতে জার্মানির সাথে ঐক্যবদ্ধ করার পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। এর ফলে ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং অতীতের মতো পুনরায় আগ্রাসী তৎপরতা চালাতে সমর্থ হবে। মার্গারেট থ্যাচার জার্মানির ঐক্য প্রক্রিয়ার ওপর মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, We defeated them twice! And now they are back. ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরে ইতালির শাসক Giulio Andreotti জার্মানির একত্রীকরণে এই বলে সতর্ক করে দিয়েছেন যে, এর ফলে প্যান-জার্মানিজম আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ বলেছেন ভিন্ন কথা। তার মতে, জার্মানি গণতন্ত্রের অনেকটা পথ অতিক্রম করেছে। এখন দেশটি ন্যাটো জোটের ভালো বন্ধু। তিনি আরও বলেন, ১৯৪৫ সালের বিশ্ব পরিস্থিতি এবং বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি এক নয়। সুতরাং জার্মানির একত্রীকরণে আমরা উদ্বিগ্ন নই।

বর্তমানে জার্মানি আবার ক্রমেই একটি পরাশক্তি হয়ে ওঠছে। বিশেষ করে ইরান ও মধ্যপ্রাচ্য ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অপরাপর মিত্রবর্গ জার্মানিকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে মূল্যায়ন করছে।

জার্মানির একত্রীকরণ

ফলাফল (Results)

জার্মানির একত্রীকরণের পর ১৯৯০ সালের ১৪ নভেম্বর জার্মানি পোল্যান্ডের সাথে তার সীমানা সংক্রান্ত চুক্তি জার্মান-পোলিশ সীমান্ত চুক্তি সম্পাদন করে। এর ফলে জার্মানি 'অডার-নিসি' বরাবর জার্মান পোলিশ সীমান্ত স্থায়ীভাবে স্বীকার করে নেয়। এর ফলে ভবিষ্যতে সাইলেশিয়া, পূর্ব ব্রান্ডেনবার্গ, দূরবর্তী পোমেরানিয়া এবং পূর্ব প্রাশিয়ার দক্ষিণাংশের ওপর জার্মান দাবি পরিত্যক্ত হয়। এ চুক্তির ফলে উভয় দেশ সীমান্ত এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষায়ও একমত হয়।

জার্মানি একত্রীকরণের ফলে বিপুল সংখ্যক পূর্ব জার্মান পশ্চিম জার্মানিতে প্রবেশ করে। এর ফলে বিপুল সংখ্যক সস্তা শ্রমিকের চাপ পশ্চিম জার্মানি অনুভব করে। ১৯৮৯-১৯৯২ সালের মধ্যে ৮,৭০,০০০ পূর্ব জার্মান পশ্চিম জার্মানিতে অভিগমন করেছিল। বার্লিন শহরটি ইউরোপীয় গ্লোবাল সিটি প্যারিস এবং লন্ডন-এর মাঝে অবস্থিত হলেও বিভক্তির ফলে এটি পশ্চাদপদ ছিল। কিন্তু ঐক্যবদ্ধ জার্মানিতে বার্লিন তার পূর্বের ঐতিহ্য ফিরে পায়।

দুই জার্মানির একত্রীকরণের ফলে যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক উন্নয়ন ঘটে। ন্যাটোভুক্ত পশ্চিম জার্মানির সাথে যুক্ত হওয়ায় পূর্ব জার্মানির জনগণ পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে আসার সুযোগ পায়। তাদের দীর্ঘদিনের শৃঙ্খলিত জীবন অনেকটা সহজ হয়। অবাধ তথ্য প্রবাহের সুযোগ লাভের ফলে পূর্ব জার্মানির জনগণের সৃজনশীল চিন্তার বিকাশের পথ উন্মুক্ত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ০৯ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. কতটি রাষ্ট্র নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠিত হয়?

ক. ১২ খ. ১৩ গ. ১৪ ঘ. ১৫

২. সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে কতটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক. ১২ খ. ১৩ গ. ১৪ ঘ. ১৫

৩. পেরেস্ত্রোইকা বলতে কী বোঝায়?

ক. নবজীবন খ. পুনর্গঠন গ. সমঝোতা ঘ. আলোচনা

৪. কে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রোইকা কর্মসূচি গ্রহণ করেন?

ক. বরিস ইয়েলৎসিন খ. মিখাইল গর্বাচেভ গ. ব্রেজনেভ ঘ. কুশ্চেভ

৫. কত সালে ম্যাসট্রিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়?

ক. ১৯৯০ খ. ১৯৯১ গ. ১৯৯২ ঘ. ১৯৯৩

৬. কত তারিখে জর্জিয়া স্বাধীনতা পায়?

ক. ৯ মার্চ, ১৯৯০ খ. ৯ মার্চ, ১৯৯১ গ. ১০ মার্চ, ১৯৯২ ঘ. ১০ মার্চ, ১৯৯২

৭. কত তারিখে লিথুয়ানিয়া স্বাধীন হয়?

ক. ১১ মার্চ, ১৯৯০ খ. ১১ এপ্রিল, ১৯৯০ গ. ১১ মে, ১৯৯০ ঘ. ১১ জুন, ১৯৯০

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৮. কত তারিখে এস্তোনিয়া স্বাধীনতা পায়?

ক. ২৪ মার্চ, ১৯৯০ খ. ২৬ মার্চ, ১৯৯০ গ. ২৮ মার্চ, ১৯৯০ ঘ. ৩০ মার্চ, ১৯৯০

৯. লাটভিয়া স্বাধীন হয় কত তারিখে?

ক. ২ মে, ১৯৯০ খ. ৪ মে, ১৯৯০ গ. ৬ মে, ১৯৯০ ঘ. ৮ মে, ১৯৯০

১০. রাশিয়া নামক স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয় কত তারিখে?

ক. ১১ জুন, ১৯৯০ খ. ১০ জুলাই, ১৯৯০ গ. ১০ আগস্ট, ১৯৯০ ঘ. ১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৯০

১১. কত সালে বেলারুশ স্বাধীন হয়?

ক. ১৯৮৯ খ. ১৯৯০ গ. ১৯৯১ ঘ. ১৯৯২

১২. কত সালে চেকোশ্লোভাকিয়ায় ব্রেজনেভ ডকট্রিন-এর সফল প্রয়োগ ঘটানো হয়?

ক. ১৯৬৪ খ. ১৯৬৬ গ. ১৯৬৮ ঘ. ১৯৭০

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১৩. কার নেতৃত্বে পোল্যান্ডে কমিউনিস্ট শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে?

ক. লেনিনের খ. গোমুলকাকের গ. মিকোলাজাস্কির ঘ. লেস ওয়ালেসার

১৪. কত সালে অস্ট্রিয়ার সাথে হাঙ্গেরির সীমান্ত উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়?

ক. ১৯৮৭ খ. ১৯৮৯ গ. ১৯৯১ ঘ. ১৯৯৩

১৫. প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। এর কারণ হিসেবে নিচের কোনটি গ্রহণযোগ্য?

ক. অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধান

খ. পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন

গ. দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুনর্গঠন

ঘ. রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুঁজিবাদে রূপান্তকরণ

১৬. কত সালে রুমানিয়া মিত্রশক্তির পক্ষে যোগ দেয়?

ক. ১৯৪০ খ. ১৯৪২ গ. ১৯৪৪ ঘ. ১৯৪৬

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

ইতিহাস ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ০৮ – স্নায়ুযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্ব

টপিক – ১০ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

মানিকদী একটি বৃহৎ পৌরসভা, যার অধীনে অনেকগুলো ওয়ার্ড রয়েছে। উক্ত পৌরসভার বর্তমান মেয়র পূর্ববর্তী মেয়রের আগ্রাসী নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি খোলামেলা নীতি গ্রহণ করেন। কিছু সংস্কার কর্মসূচিও গ্রহণ করেন। এতদ্বসত্ত্বেও কাঙ্ক্ষিত আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। ফলে ওয়ার্ডগুলো স্বাধীনতা চায় এবং শেষ পর্যন্ত পৌরসভা ভেঙে পড়ে।[দি. বো., কু. বো, সি. বো., য. বো., ব. বো. ২০১৭]

ক. দুই জার্মানি কবে একত্রিত হয়?

খ. বার্লিন প্রাচীর কী? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন রাষ্ট্রের বিলুপ্তির কথা বলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উল্লিখিত রাষ্ট্রের বিলুপ্তির ফলে কী ধরনের পরিবর্তন হয়েছিল? বিশ্লেষণ কর।

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

'ক' ও 'খ' পরস্পর বিবদমান দুটি গ্রাম। আশপাশের গ্রামগুলো তাদের যেকোনো প্রয়োজনে বিবদমান গ্রামদ্বয়ের যেকোনো একটির শরণাপন্ন হত এবং সহায়তাও পেত। কিন্তু একসময় নানাবিধ কারণে 'ক' গ্রাম ভেঙে পড়লে 'খ' গ্রাম অপ্রতিহত ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং তাকে বাধাদান করার মতো আর কোনো গ্রাম অবশিষ্ট থাকে না। [সকল বোর্ড ২০১৬]

ক. জার্মানির একত্রীকরণ সম্পন্ন হয় কত সালে?

খ. 'গ্লাসনস্ত' কী?

গ. উদ্দীপকের ঘটনার সাথে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন ঘটনার মিল পাওয়া যায়? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উল্লিখিত ঘটনা বিশ্বশক্তির ভারসাম্যকে নষ্ট করেছিল বলে কি তুমি মনে কর? মতামত দাও।"

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

বিশ শতকের শেষের দিকে দুটি দেশের মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের অবসান মানবজাতি ও বিশ্বসভ্যতাকে ধ্বংসের হাত থেকে মুক্ত করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এ যুদ্ধাবস্থার উদ্ভব যেমন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তেমনি বিশ শতকের শেষের দিকে এসে যুদ্ধাবস্থার অবসান একটি চাঞ্চল্যকর ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ক. গ্লাসনস্ত কী?

খ. ট্রুম্যান নীতি বলতে কী বোঝ?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত যুদ্ধাবস্থা কীভাবে দূর করা হয়? বর্ণনা দাও।

ঘ. উক্ত যুদ্ধের অবসানের ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তি বিশ্বকে এককেন্দ্রিক বিশ্বে পরিণত করেছে-মতামত দাও।

THANK YOU